প্রথম আলো

তারিখ ... 30 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ...

বাংলাদেশের 'রিকশা ফ্যাকাল্টি' উচ্চশিক্ষায় শোষণের নজির

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করার পর ডিগ্রিধারীদের যাঁরা শিক্ষকতায় আসেন, তাঁদের অনেককেই জীবনধারণের জন্য প্রতিদিন তিন থেকে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে হয়। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে গবেষক ম্যাট হুসেইন এই চিত্র পেয়েছেন। টাইমস হায়ার এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংস সাপ্লিমেন্টে প্রকাশিত ডেভিড ম্যাথুসের প্রতিবেদনের ভাষান্তর

বিশ্বের কোথাও যদি অরাজক, অনিয়ন্ত্রিত এবং শোষণমূলক বেসরকারি উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা থেকে থাকে, তবে ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার গবেষক ম্যাট হুসেইন সেটা খুঁজে পেয়েছেন।

ম্যাট হুসেইন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের ওপর ছয় সপ্তাহ ধরে একটি বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা চালিয়ে যে চিত্র দেখতে পেয়েছেন, তার তুলনায় পশ্চিমা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের সবচেয়ে শোষণমূলক দৃষ্টান্তগুলোও ম্লান হয়ে যাবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ১৯৯০-এর দশকের শেষ পর্যায় থেকে 'ব্যাঙের ছাতার মতো' গজিয়ে উঠতে শুরু করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতি ১০ জন শিক্ষকের ৯ জনই স্বল্পমেয়াদি চুক্তিতে কাজ করেন। বয়সে তাঁরা সাধারণত তরুণ, সম্প্রতি এমবিএ বা স্নাতক সম্পন্ন করে পশ্চিমা কোনো দেশে পিএইচডি অর্জনের লক্ষ্যে আপাতত উপার্জনের পথ খুঁজছেন—এমন ব্যক্তিরাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পথ বেছে নেন। টাইমস হায়ার এডুকেশনের কাছে হুসেইন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার এমন চিত্রই তুলে ধরেছেন।

তাঁদের উপার্জনও খুব সামান্য, পুরো সেমিস্টার পড়িয়ে প্রায় ১৫০ ব্রিটিশ পাউন্ড। সপ্তাহে দু-তিন ঘণ্টা পড়াতে হয়। যথেষ্ট রোজগারের জন্য তাঁদের এক ক্যাম্পাস থেকে আরেক ক্যাম্পাসে প্রতিদিনই ছুটতে হয়। তবে স্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা ভালোই আয় করেন। সেই ১০ শতাংশ শিক্ষক সত্যিই সৌভাগ্যবান।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন শিক্ষক বলেছেন, 'একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর পর আমি পরবর্তী লেকচার প্রস্তুত করে রিকশা নিয়ে আরেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটে যাই। প্রতিদিন আমি তিন থেকে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিই।'

রিকশা আরোহী এমন শিক্ষকদের 'রিকশা ফ্যাকাল্টি' অভিহিত করে তিনি বলেছেন, প্রতিটি ক্লাসে এত দ্রুত ছুটে যেতে হয় যে সব সময় তাঁরা নিজেদের ছাত্রছাত্রীদের নাম জানতে পারেন না। সব মিলিয়ে হয়তো তাঁদের ১৫ থেকে ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে হয়। একজন বললেন, 'আমার টাকা দরকার'। হুসেইনের পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকক্ষগুলো এত বড় যে সেখানে 'পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে শেখার' কোনো সুযোগ নেই। প্রভাষকেরা 'প্রায় যান্ত্রিক' হয়ে পড়েন। তাঁরা শোষিত হলেও তাঁদের কিছু করার থাকে না। ভগ্নহৃদয়ে তাঁদের এত বেশি কাজ করতে হয় যে তাতে তাঁরা খুব সামান্যই গর্ব করেন। তাঁরা চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে মধ্যবিত্তের বেঁচে থাকার উপযোগী রোজগার করতে পারেন। মা-বাবাকে নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে ওই পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়।

হুসেইন বলেন, শহরের কয়েকটি এলাকায় ঝাঁকে ঝাঁকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। এর নেপথ্যে আছে কয়েকটি শক্তিশালী পরিবার, যারা শুধু এসব প্রতিষ্ঠানের ওপরই যে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে তা নয়, বরং পাশাপাশি তারা বিভিন্ন ব্যাংকও নিয়ন্ত্রণ করে। এসব ব্যাংক ওই সব ছাত্রছাত্রীকে ঋণ দেয় প্রায় ৪০ শতাংশ বার্ষিক সুদে।

হুসেইনের এ বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। কারণ, তিনি ঢাকার স্কুলেই পড়েছেন এবং ওই সব পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মিশেছেন। শিক্ষা ঋণের বিজ্ঞাপন ঢাকার রাস্তাঘাটে সহজেই চোখে পড়ে।

তাঁর গবেষণা নিবন্ধের শিরোনাম 'জম্বি গ্র্যাজুয়েটস ড্রিভেন বাই রিকশা

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

উচ্চশিক্ষায় শোষণের নজির

শেষ পৃষ্ঠার পর

ফ্যাকাল্টি—এ কোয়ালিটেটিভ কেস স্টাডি: প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ ইন বাংলাদেশ' প্রকাশিত হয়েছে পলিসি ফিউচার্স ইন এডুকেশনে। তিনি ওই নিবন্ধে লিখেছেন, রিকশার আরোহী শিক্ষকদের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা মানসম্মত শিক্ষা ছাড়াই পাস করে বের হচ্ছে।

হুসেইন লিখেছেন, রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণি এবং তাদের প্রতিনিধিরা নতুন ব্যাংক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন (লাইসেন্স) পেয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য অনুমোদন পাওয়াটা নির্ভর করে, এই জগতের কার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে তার ওপর।

গবেষণায় হুসেইন দেখেছেন, এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকেরা চকচকে বিএমডব্লিউ গাড়িতে চড়ে বোর্ড মিটিংয়ে যোগ দেন।

হুসেইন ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বব্যাংকের হয়ে ছয় বছর কাজ করেছেন। জানান, তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধী নন। তবে এসব প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণহীনতা এবং বিশৃঙ্খল অবস্থা বা গুণগত মান নিয়ে তাঁর আপত্তি আছে।

হুসেইন বলছেন, বাংলাদেশে নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পাঠাগারের মতো মৌলিক সুবিধা দিতেও ব্যর্থ হয়েছে। লাইসেন্স পাওয়ার শর্ত হিসেবে এগুলো তো লাগে। কিন্তু এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত মানের অভাব রয়েছে।

শিক্ষার বাজারবিষয়ক তথ্য সংগ্রাহক প্রতিষ্ঠান আইসিইএফ মনিটরের বিশ্লেষণ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশের বয়স ১৫ বছরের কম। এ রকম বিপুল তরুণ জনসংখ্যাসম্পন্ন অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও উচ্চশিক্ষার চাহিদা অনেক। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিড় সেই চাহিদা পূরণের জন্যই তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে এখন প্রায় ৮৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এসবের অধিকাংশই ২০০০ সালের পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশটিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৩১।

প্রতিবেশী দেশ ভারতে বেসরকারি পর্যায়ের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক এবং মুনাফার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নিষিদ্ধ থাকলেও কেউ কেউ যুক্তি দেখান, ভারতীয় তরুণদের চাহিদা পূরণ করতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগই একমাত্র উপায়। টাইমস হাইয়ার এডুকেশন ব্রিকস এবং এমারজিং ইকোনমিক ইউনিভার্সিটি সামিটে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান পার্থেননের অংশীদার করন খেমকা গত ডিসেম্বরে বলেন, বেসরকারি খাত প্রয়োজনীয় 'ভালো' করতে পারলেও 'মহান' কিছু করতে পারবে না। তবে তিনি স্বীকার করেন, ঝুড়িতে পচা আপেল থাকবেই।